بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হৃদয়ের আকুতি

আমাদের দেশের মুসলমানগণ আল-কুরআনকে বিশ্বাস করেন, মহব্বত করেন এবং রমযান মাস এলে খতমে তারাবীহের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্টবোধ করেন না। যে জাতি কুরআনের প্রতি এতটা ভক্তি রাখেন, শ্রদ্ধা করেন তারা কেন কুরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব অনুভব করে না! ২২ বছরের অনুসন্ধান ও গবেষণায় জানতে পারলাম যে, সাধারণ মুসলমানের এ অবস্থার জন্য তারা যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী এ দেশের ধর্ম উপদেষ্টাগণ। কারণ জুমার খুতবায় ওয়াজ-মাহফিল ও সভা সেমিনারে শবে বরাত, শবে ক্বদর ও মিলাদ-মাহফিলের গুরুত্ব নিয়ে যত আলোচনা করা হয় আল-কুরআনের অর্থ বুঝার গুরুত্ব দিয়ে ততটা আলোচনা করা হয় না। ফলে শবে বরাতে মসজিদ মুসল্লীতে ভরে গেলেও শতকরা ৫ জন মুসলমানের ঘরেও তরজমাসহ এক সেট কুরআন মাজীদ পাওয়া যায় না। অথচ এ কুরআন হচ্ছে মুসলমানদের পথের দিশা, জীবনের আলো, সংসারের সুখের চাবি, ব্যবসার উন্নতির মূলনীতি, সমাজের শান্তির রক্ষাকবচ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। সর্বোপরি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সফল জীবনের নির্দেশিকা।

যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে এত সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠালেন। নানা রঙের ফুল ফল ও ফসল দিয়ে আমাদের লালন-পালন করছেন। সেই মহান প্রতিপালকের চিঠিখানি জীবনে একবারও যদি না পড়ি তাহলে কোন মুখে মহান আল্লাহর সামনে হাজির হবো। বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকলেও উচিত জীবনে অন্তত একবার পুরো চিঠি বুঝে পড়ার চেষ্টা করা।

২৫ বছরের ক্যারিয়ার লাইফের জন্য আমরা ১৬-২০ বছর একাডেমিক পড়া-শুনার পরও তিন/চার বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি নিই, এমফিল, পিএইচডি করি অথচ অনন্ত জীবনের কোর্স আল-কুরআনের জন্য দৈনিক ৩০ মিনিট ব্যয় না করেও কোন যুক্তিতে পরকালের মুক্তির আশা পোষণ করি? আমাদের এ আশা

নফসের প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই আসুন নিজকে শয়তানি প্রতারণা থেকে রক্ষা করি এবং আজই উদ্যোগ গ্রহণ করি মহান মা'বুদের চিঠি পবিত্র কুরআন বুঝে পড়ার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর মহান বাণীর গুরুত্ব দেয়ার তাওফীক দান করুন, আমিন।

আল-কুরআনের সাথে প্রথম পরিচয়

আল্লাহর মেহেরবানিতে আমার পিতা-মাতা দু'জনই শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে জানতেন বিধায় শৈশব থেকেই কুরআন শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায়ই মকতবের শিক্ষক আমার পড়ার প্রতি মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিলেন। মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালীন একটি ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল বুঝালেন যে, অর্থসহ কুরআন পড়তে হবে। বাড়িতে এসে মায়ের কাছে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : তোমার আব্বার অর্থসহ এক জিলদ কুরআন মাজীদ ট্রাংকের মধ্যে আছে। আমি খুঁজে বের করলাম। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) লিখিত উর্দু তরজমার বাংলা করেছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)। এমদাদিয়া লাইব্রেরি ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত অর্থসহ কুরআন মাজীদ পেয়ে সে কি আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আরবী লাইনের নিচে বাংলায় অর্থ লেখা। পার্শ্বে আবার ছোট ছোট টীকা দেয়া আছে। যোহরের নামায পড়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের বারান্দায় দখিনা বাতাসে বসে পড়া শুরু করলাম।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। পরম দয়ালু ও মেহেরবান।' একের পর এক তিলাওয়াত করে যাচ্ছি আর লাইনের নিচে বাংলা অর্থ পড়ে যাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা : ১-২)

পরের পৃষ্ঠায় গিয়ে যখন পড়লাম :

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ

'আলিফ লাম মীম। এটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই।' (সূরা বাকারা : ১-২) আয়াতের অর্থসমূহ পড়ার সাথে সাথে মন কেন

যেন ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো। আমি আল্লাহর কথা পড়ছি এবং তার অর্থ বুঝছি। নিজকে তখন খুব ধন্য মনে হতে লাগল। এরপর কুরআন মাজীদের ভেতরের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াত পড়ে যখন দেখলাম যে গাছের কথা, মাছের কথা, ফুল ও ফলের কথা বিভিন্ন নবীর ঘটনা, মানব জাতির উত্থান ও পতনের মৌলিক কারণসমূহ এবং পরকালের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা, তখন মনের আগ্রহ শুধু বাড়তেই লাগল। সময়টি ছিল সম্ভবত ১৯৮৫ সাল। সেই ১৯৮৫ সালে যে আগ্রহ নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেছি, দিন দিন সে আগ্রহ শুধু বেড়েই চলছে। আজও সুযোগ পেলেই বসে যাই মহান মা'বুদের চিঠি আল-কুরআন পড়ার জন্য।

আল-কুরআন অধ্যয়নের এ আগ্রহ জাগ্রত হোক বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে এ শুভ কামনা নিয়েই কলম ধরা। আল্লাহ তা'আলার তাঁর প্রিয় কথাগুলো আমাদের হৃদয়ে, কলমে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিন। আমিন।

আল-কুরআনের প্রতি জনসাধারণের ধারণা

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে আল-কুরআন আসমানি কিতাব। ইসলাম ধর্শ শিক্ষায় পাস করার জন্য মুখস্থ করেছিল। আসমানি কিতাব চারখানি। তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন।

কুরআন মাজীদ ছোট বয়সে মক্তবে হুজুর কয়েকদিন পড়িয়েছিলেন, এরপর স্কুল, কলেজের পড়ার চাপে আর পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া কুরআন মাজীদ পড়ার এত গুরুত্ব কী আছে? পড়লে এক অক্ষরে দশ নেকি, না পড়লে গোনাহ তো আর হবে না।

কুরআন পড়বে হুজুররা, মাদরাসার ছাত্ররা কেউ মারা গেলে কয়েকজন হুজুর ডেকে খতম পড়িয়ে দিব আর কিছু টাকা হাদিয়া দিয়ে দিব। কোনো আধুনিক শিক্ষিত লোকের কুরআন পড়ার সময় আছে নাকি! কর্মজীবনে ব্যস্ততা, সভা সেমিনার পার্টিতে যোগদান করা। ফলে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়ারই সময় হয় না। তারপর আবার কুরআন পড়া!

ফরয নামাযই তো অনেকে পড়ে না। রিটায়ার্ড লাইফে গিয়ে একদম মুসল্লী হয়ে যাব। দয়াময় আল্লাহ ক্ষমা করে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

মুসলমানদের আর এক দলকে বুঝানো হয়েছে যে, কুরআনের অর্থ বুঝতে হলে ষোল প্রকার জ্ঞান লাগবে। এটা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা বড় বড় আলেমদের কাজ। তারা অধ্যয়ন করে আমাদের যা করতে বলেন আমরা তা-ই করব। আমাদের অর্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়।